175

আজকের কাগজ

তারিখ 28 FEB 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার বেহাল অবস্থা

কাগজ প্রতিবেদক ঃ শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। দু'হাজার সালের মধ্যে সবার ভেতরে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়ার জন্যে সরকারও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। 'বাজেটে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এবং সর্বশেষ শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি গ্রহণ এ পদক্ষেপেরই অংশবিশেষ। সরকারের এসব পদক্ষেপ শুধুমাত্র কাগজে কলমেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করলে এর সফলতা তেমন একটা চোখে পড়বে না। সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারের আন্তরিকতার অভাব আছে তা বলা যাবে না। তারপরও আশানুরূপ ফল লাভ হচ্ছে না। যে সব কারণে এত বড় প্রয়োজনীয় কর্মসূচি সঠিকভাবে এগিয়ে চলছে না সে সব কারণ প্রথম চিহ্নিত করা দরকার। 'জাতিকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে' এই প্রশ্নে আর কালক্ষেপ নয়। এখন প্রয়োজন সকলের আন্তরিকতা, সঠিক উদ্যোগ আর কর্মসূচির সমন্বয় সাধন। গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন থেকে শিক্ষা দিয়ে আসছে তার ভূমিকা কোনকালেই খাটো ছিল না। তারপরও এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নানান সমস্যায় জর্জরিত। কোথাও জরাজীর্ণ স্কুল ঘর, কোথাও বসার জায়গার সংকট কোথাও বা শিক্ষক সংকটের ফলে ছাত্রছাত্রিরা স্কুলমুখীর পরিবর্তে স্কুলবিমুখ হচ্ছে বেশি; এর ওপর ভিত্তি করেই আমাদের আজকের প্রতিবেদন–

মহেশপুর *থেকে আমিনুল হক লিটু জানান, সরকার প্রাথমিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিলেও মহেশপুর থানার প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা খুবই শোচনীয়। সরকারের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক প্রতি ২ হাজার নাগরিকের জন্যে ১টি করে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা থাকলেও মহেশপুর থানায় আড়াই লাখ লোকের জন্যে মাত্র ৬৫ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। যে বিদ্যালয়গুলো আছে তার অবস্থাও খুবই নাজুক। যে কোন মুহূর্তে ছাত্র-ছাত্রির মাথায় ছাদ ভেঙে পড়তে পারে। থানারয় জলুলী, মান্দারডলা ও মানিকদিঘী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের পুনর্নির্মাণ জরুরি। এছাড়া সাতপোড়া, কুরিপোল, ভাসান পোতা, চাঁদরতনপুর, যাদবপুর ও ভোলাডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আংশিক মেরামতের প্রয়োজন। থানায় ১ জন প্রধান শিক্ষকের এবং ১৭ জন সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় শিক্ষা ব্যবস্থায় মারাত্মক জটিলতা বিরাজ করছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশাপাশি এ থানায় আরো ২৬টি রেজিষ্ট্রেশনপ্রাপ্ত ও ৫টি রেজিষ্ট্রেশন বিহীন প্রাথমিক বিদ্যালয় খুবই সংকটজনক অবস্থার ভেতর দিয়ে শিক্ষাদান চালিয়ে যাচ্ছে।*

ভূরুঙ্গামারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। কক্ষের অভাবে ছাত্ররা খোলা আকাশের নিচে বসে ক্লাস করছে ছবি ঃ আহসানুল হক

নকলা *থেকে কামরুজ্জামান মুকুল জানান, নকলা থানার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এছাড়া শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আওতাভুক্ত ২ নং নকলা ইউনিয়নের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এ ব্যাপারে ৮ নং ধনাকুশা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আঃ আউয়াল সূত্রে জানা গেছে, বিদ্যালয়ে আগের চেয়ে ছাত্র-ছাত্রির সংখ্যা ৫ গুণ বেড়ে ১ হাজার ৫০ জন ভর্তিবস্থায় রয়েছে। বিশেষ করে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষার ফলে এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় প্রথম শ্রেণীতেই ৬শ' শিক্ষার্থী রয়েছে। কিন্তু শিক্ষক সংখ্যা হচ্ছে মাত্র ৪ জন এবং প্রধান শিক্ষককে অফিসিয়াল কাজে ব্যাস্ত থাকতে হয়। এছাড়া আসবাব সংকট এবং শ্রেণী কক্ষ না থাকায় ১ম শ্রেণীর ৬শ' ছাত্র-ছাত্রীকে ৩টি সেকশনে খোলা মাঠে ক্লাস নেয়া হচ্ছে। অনুরূপ অবস্থা ডাকাতিয়াকান্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। এছাড়া কুর্শাবাদগৈড় ইউপির কুর্শা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হচ্ছে মাত্র ২ জন। ফলে বিভিন্ন সংকটে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এবং শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির সাফল্য মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।*

ভূরুঙ্গামারী *থেকে একেএম আহসানুল হক জানান, সমস্যায় জর্জরিত ভূরুঙ্গামারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এটি ভূরুঙ্গামারী সদরে অবস্থিত। এই স্কুলের ছাত্ররা কক্ষ ও আসবাবপত্রের অভাবে খোলা আকাশের নিচে ক্লাস করছে। এই যদি সদরের অবস্থা হয় তাহলে ভিতরের অবস্থা কি? তাছাড়া ভূঙ্গামারী সদরের বালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়েরও একই অবস্থা। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে ছেলেমেয়েরা যেভাবে স্কুলে আসছে তাতে আসবাবপত্রের অভাব না মেটালে হয়তো এরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে।*

হাটহাজারী *থেকে বাবুল চন্দ্র নাথ জানান, চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার নাঙ্গলমোড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন চাঁদা ও ফিস আদায়ের কারণে এলাকার গরীব কোমলমতি ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বলে জানা গেছে। এলাকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, জাগরণ সংঘ, আল-আমিন তরুণ সংঘ, জাফর হামজা স্মৃতি সংসদ ও মাষ্টার আবু আহম্মদ স্মৃতি পরিষদের সভাপতি সম্পাদকবৃন্দ এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন। নাঙ্গলমোড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রিদের কাছ থেকে প্রতারণার মাধ্যমে বিভিন্ন চাঁদা এবং ইচ্ছামত ফিস দাবি করায় এলাকার গরীব ছেলেমেয়েরা শিক্ষার আলো থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। উক্ত বিদ্যালয়ে প্রায় ৭শ' ৫০ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। স্কুল কর্তৃপক্ষের এহেন অশুভ দুর্নীতির ফলে অনেক গরীব অভিভাবকরা তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করাতে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। এছাড়া গেল ডিসেম্বর থানা নির্বাহী কর্মকর্তা বিদ্যালয় পরিদর্শন করার সময় প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষকরা অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নীরব রয়েছেন বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।*

রাঙ্গামাটি *থেকে শামসুল আলম জানান, শিক্ষক স্বল্পতায় রাঙ্গামাটি জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার অচলাবস্থাব সৃষ্টি হয়েছে। রাঙ্গামাটি সদর থানার ৬টি ইউনিয়নের ৩২টি বিদ্যালয়ে ৭৩ জন ও রাঙ্গামাটি পৌরসভায় ১৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ শ' ৩৯ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োজিত রয়েছেন। এই হিসেবে পৌরসভার অভ্যন্তরে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গড়ে ৮ জন ও বাইরে ২ জন শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন। শিক্ষকরা অন্যত্র বদলি হয়ে যাওয়ায় শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ না করায় এ অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।*